জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক নির্দেশিকা

সংগীত

দ্বিতীয় শ্রেণি

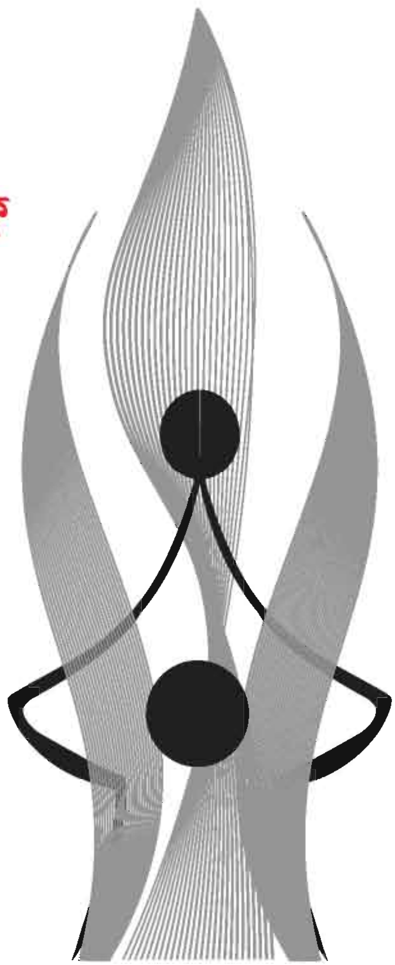

লেখক ও সম্পাদক

ফেরদৌসী রহমান
সুধীন দাস
মোঃ কামরুজ্জামান
রীনাত ফওজিয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আবদুল মোমেন মিল্টন

সমন্বয়কারী

জুলেখা শারমিন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ে জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সবগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

প্রাথমিক স্তরে **সংগীত** একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সংগীত শিশু মনকে দোলা দেয়। শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে শিক্ষকের জন্য রয়েছে নির্ধারিত শিক্ষক নির্দেশিকা। নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সংগীত, স্বরলিপি ও অন্যান্য নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় অন্তর্ভুক্ত সংগীতগুলো শিক্ষার্থীরা আত্মস্থ করতে পারলে তাদের ভেতর দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। শিশুরা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। সংগীতের শিক্ষক নির্দেশিকায় পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, নিরাময়মূলক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং দেশের প্রথিতযশা সংগীত শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক নির্দেশিকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রাথমিক স্তরে সংগীতের প্রয়োজনীয়তা	১
২	শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা	৩
৩	সংগীত কী এবং মানবজীবনে সংগীতের ভূমিকা	৪
৪	স্বর পরিচয়	৫
৫	তালের ধারণা	৮
৬	গানের অংশ পরিচয়	৯
৭	সংগীতসাধক পরিচিতি	১০
৮	সংগীত বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি	১৩
৯	প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বানী ও স্বরলিপি	১৭
১০	জাতীয় সংগীত	১৮
১১	শহিদ দিবসের গান	২৩
১২	উদ্দীপণামূলক গান (রণ সংগীত)	২৬
১৩	প্রজাপতি প্রজাপতি	৩০
১৪	আমরা সবাই রাজা	৩৪
১৫	প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন (দ্বিতীয় শ্রেণি)	৩৯

প্রাথমিক স্তরের সংগীতের প্রয়োজনীয়তা

গানের সুর শিশুমনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জন্মের পর মা ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়ান। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুটি গানের কোনো ভাষা বা কথা বোঝে না, সে শিশুটিও গানের সুরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। আর সে কারণে মায়ের ঘুমপাড়ানি গানের সুর তাকে অতি সহজেই ঘুমের দেশে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শিশুমন কোমল– গানের সুর একদিকে যেমন তার মনকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তার মনকে প্রভাবিত করে। তাই শিশুর মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য সংগীতচর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের ১২টি আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে সংগীত বিষয়কে একটি অন্যতম আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নকালে সংগীত বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তথা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতা বিশেষ বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুরা যাতে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে, সে বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত সুরের সহজ ও সর্বজনশ্রুত সর্বমোট ১৩টি গান নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহায়তায় স্বল্প চেষ্টায় এই গানগুলো অনুশীলন করতে সমর্থ হয়।

প্রচলিত শিক্ষাক্রমে সংগীত বিষয়ের জন্য সর্বমোট ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এই ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার আওতায় মোট ৯টি গান শনাক্ত করা হয়েছিল। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রক্রিয়ায় প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতার স্থলে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে শিশুদের মনে ‘কোনো কাজই ছোট নয়’ বা সব ধরনের কাজের প্রতি যাতে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়, সে উদ্দেশ্যে শ্রমের মর্যাদা সংক্রান্ত একটি অতিরিক্ত প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করে সংযোজন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আওতায় সংগীত বিষয়ের জন্য নির্ধারণকৃত ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রচলিত ৯টি প্রান্তিক যোগ্যতা একই রাখা হয়েছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ৯টি ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে ১০টি প্রান্তিক যোগ্যতা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে এগুলোর অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রতিটি গান নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত পরিচিত সুরের গানগুলো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুশীলন করানো হলে সংগীতের মাধ্যমে শিশুদের মনে মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাসংগ্রাম, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হওয়ার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্যাগের মনোভাব গঠন করতে ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হবে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রচলিত প্রান্তিক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত কিছু গান সংগত কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কয়েকটি গান সর্বজনশ্রুত সহজ সুরের তথা মাতৃভাষা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বার্তা বহন করার কারণে একই রাখা হয়েছে।

আশা করা হয়েছে যে, পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত গানগুলো বাস্তব অনুশীলনে সচেস্ট হলে তা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও আনন্দময় ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হারও বহুলাংশে কমে আসবে।

শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

প্রতিটি পাঠ নির্ধারিত অংশে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ রাখবেন :

১। সংগীত বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকাটি শিক্ষক প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়বেন।

২। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্বপ্রস্তুতির সময় পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

৩। পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্দেশিকায় দওয়া নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা, শিখন–শেখানো কার্যাবলি এবং মূল্যায়ন অনুসরণ করবেন।

৪। শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ছবিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন এবং প্রয়োজনবোধে পাঠের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করবেন।

৫। যথাসম্ভব স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে চকবোর্ডে লিখে গান অভ্যাস করাবেন।

৬। শিক্ষক প্রতি ক্লাসে প্রথম অথবা শেষ অংশে ১০ থেকে ১৫ মিনিট সারগাম বা তাল-ছন্দ শেখাবেন।

৭। প্রমিত চলিত ভাষায় কথা বলবেন। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করবেন না।

৮। শুদ্ধ উচ্চারণ ও নির্ভুল ভাষার প্রয়োগ উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের মৌখিক অনুশীলন করাবেন।

৯। গান, সুর, ছন্দ, তাল এবং অঙ্গভঙ্গি করে পরিবেশন করবেন।

সংগীত বলতে সংক্ষেপে কী বোঝায়?
মানবজীবনে সংগীত কী ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

সংগীত বলতে চিত্তবিনোদনে সমর্থ্য স্বরসমূহের বিন্যাসের মাধ্যমে বিচিত্র ও মধুর রচনাকে বোঝায়। স্বর ও তালবদ্ধ মনোরঞ্জক রচনাকে সংগীত বলা হয়। সংগীতের পরিভাষা অনুসারে গীত, বাদ্য ও নৃত্য- এই তিনের একত্র সমাবেশ হলো সংগীত। গীত, বাদ্য ও নৃত্যের আলাদা সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন,

গীত – কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য – সুর ও তালের সাহায্যে যন্ত্রের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য – ছন্দ ও মুদ্রা সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

সংগীত ও মানবজীবন পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের ভিতরের প্রবৃত্তির ওপর সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। সংগীত অনুশীলনের দ্বারা মানুষের মনের সুপ্ত ভাব জাগ্রত হয়। আবার সংগীত দ্বারাই মানুষের অনুভূতি পরিমার্জিত হয়। কুটিলতা, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার পাশাপাশি মনের হীন ভাবগুলো সংগীতের প্রভাবে দূর হয়; তার বদলে উদারতা মানুষের মনকে করে তোলে মহৎ। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের কল্পনা শক্তির উন্মেষ ঘটে এবং সৃষ্টিশীলতার বিকাশ হয়। মনের সুকোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর সংগীতের প্রভাব জীবনকে করে তোলে মধুময়, জীবনে বয়ে আনে সম্পূর্ণতা।

সংগীত মানবজীবনের হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা, সুখ–দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ। সংগীত সমাজের সকল স্তরে পরিব্যাপ্ত। জীবনের উৎসবে সংগীত নিত্যসঙ্গী। আবেগ প্রকাশের মাধ্যম সংগীত। মানবজীবনের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত মানবজীবনকে পরিশীলিত করে। এক অকৃত্রিম চেতনা জাগ্রত করে।

মানবজীবনে সংগীতের প্রভাব তাই মহামিলনের এক মহামন্ত্র।

স্বর পরিচয় :

সংগীতে ব্যবহৃত ৭টি শুদ্ধ স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। সংগীতের সাতটি স্বরের সংক্ষিপ্ত নাম জানা ও শেখার পর শিক্ষক ক্লাসে স্বরের সম্পূর্ণ বা পুরো নাম বলবেন ও শেখাবেন। ৭টি স্বরের নাম নিম্নরূপ :

সা	=	ষড়জ বা খরজ
রে	=	ঋষভ বা রেখাব
গা	=	গান্ধার
মা	=	মধ্যম
পা	=	পঞ্চম
ধা	=	ধৈবত
নি	=	নিষাদ বা নিখাদ

সা থেকে নি পর্যন্ত এই ৭টি শুদ্ধ স্বরকে এক কথায় 'সপ্তক' বলে। সংগীতে তিনটি সপ্তক রয়েছে, তা হলো উদারা বা মন্দ্র, মুদারা বা মধ্য এবং তারা বা তার।

সংগীতের ৭টি শুদ্ধ স্বরের মধ্যে আবার ৫টি বিকৃত স্বর আছে। এর মধ্যে সা ও পা স্বর দুটি বাদে ৫টি স্বর বিকৃত। সেগুলো হলো :

রে	=	ঋা
গা	=	জ্ঞা
মা	=	হ্মা
ধা	=	দা
নি	=	ণা

আরোহণ ও অবরোহণ :

স্বরের ক্রমান্বয়ে উর্ধ্ব গতির নাম 'আরোহণ'। অর্থাৎ কোন স্বর থেকে পরপর উপরের দিকে যাওয়ার নাম আরোহণ। যেমন সা রে গা মা পা ধা নি র্সা। স্বরের ক্রমান্বয়ে নিম্ন গতির নাম 'অবরোহণ'। অর্থাৎ উপরের স্বর থেকে পরপর নিচের দিকে যাওয়াকে অবরোহণ বলে। যেমন – র্সা নি ধা পা মা গা রে সা। আরোহণকে আরোহী এবং অবরোহণকে অবরোহী বলা হয়ে থাকে। নিচে আরোহণ ও অবরোহণের নমুনা দেখানো হলো।

আরোহণ – সা রে গা মা পা ধা নি র্সা।

অবরোহণ – র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

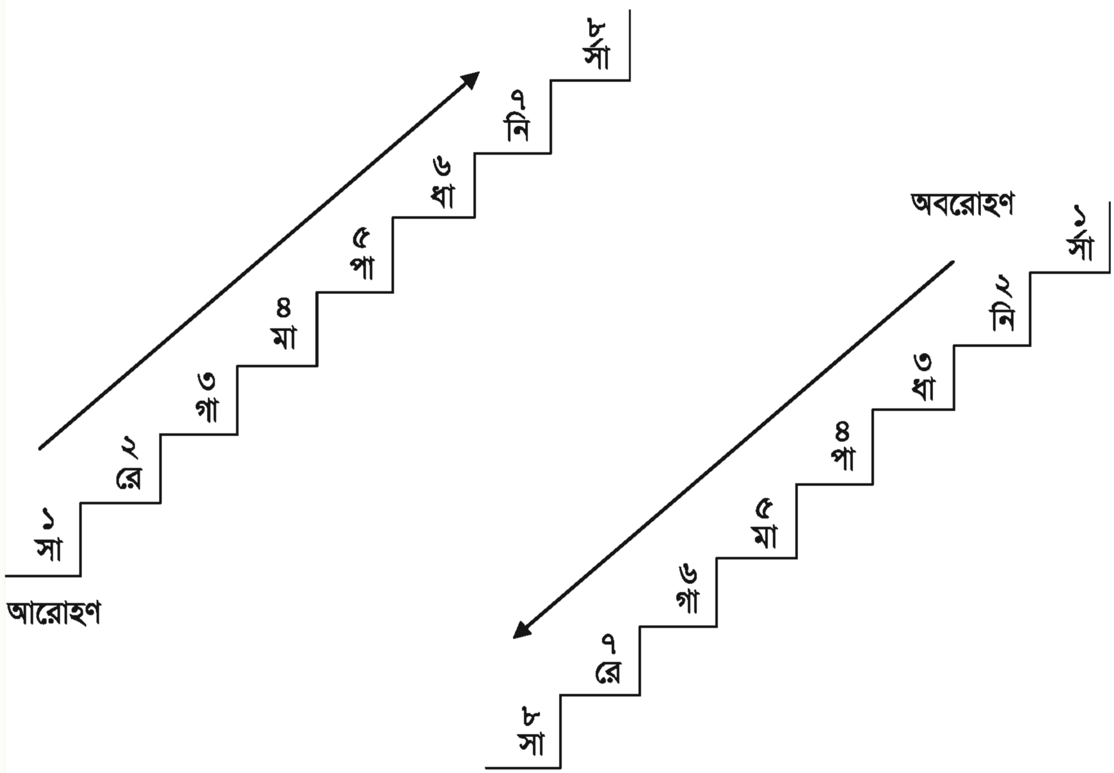

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে নিচের দুইটি তাল ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুইটি তালের বিভক্তি ও বোল নিচে দেওয়া হলো :

কাহারবা তাল : ৪ + ৪ = ৮ মাত্রা

+					০			
১	২	৩	৪	|	৫	৬	৭	৮
ধা	গে	তে	টে	|	না	গে	ধি	না

দাদ্‌রা তাল : ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা

+				০		
১	২	৩	|	৪	৫	৬
ধা	ধি	না	|	না	তি	না

তালের ধারণা এবং
প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত গানে ব্যবহৃত তালের বর্ণনা :

সংগীতে তাল শব্দের অর্থ হলো কাল পরিমাণ বা সময়ের মাপ। সংগীতে (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) কাল ও ক্রিয়ার পরিমাণকে তাল বলে। তালের সমান অংশ ও ভাগকে মাত্রা বলে। কতকগুলো মাত্রার সমষ্টি নিয়ে তাল গঠিত হয়। তাল সাধারণত দুই রকম। একটি সমপদী অপরটি বিসমপদী। অর্থাৎ সমান ছন্দ বা সমমাত্রায় যে ছন্দ, তা হলো সমপদী আর মাত্রা বিভাগ অসমান বা সমান না হলে তাকে বিসমপদী তাল বলা হয়।

সমপদী তালের উদাহরণ : দাদ্‌রা, কাহারবা, একতাল, ত্রিতাল।

বিসমপদী তালের উদাহরণ : তেওড়া, ঝাঁপতাল, রূপক, ঝম্পক।

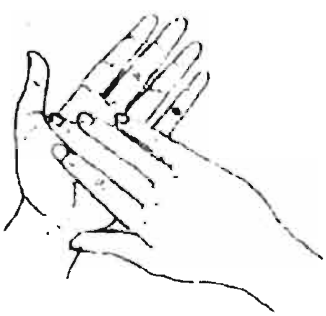

দুই হাতের তালি

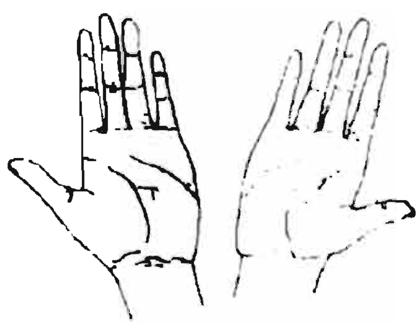

দুই হাত খোলা

তালের ছন্দ বিভাগকে তালি এবং খালি দিয়ে দেখাতে হয়– যা উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

গান কী এবং গানে ব্যবহৃত বিভিন্ন অংশের পরিচয় :

কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে কণ্ঠের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গান বলে। গান বলতে কণ্ঠ সংগীতকে বোঝায়।

গানের অংশ :

গানের চারটি অংশ থাকে। যথা – অস্থায়ী বা স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ।

অস্থায়ী বা স্থায়ী : গানের প্রথম কলিকে অস্থায়ী বা স্থায়ী বলা হয়। স্থিতি অর্থে অস্থায়ী অর্থের উদ্ভব হয়েছে। গান আলাপ, গৎ প্রভৃতির আরম্ভ স্থায়ীতে। স্থায়ীর স্বরবিন্যাস মূলত মুদারা ও উদারা সপ্তকের মধ্যে হয়।

অন্তরা : গানের দ্বিতীয় কলিকে অন্তরা বলা হয়।

সঞ্চারী : গানের তৃতীয় কলিকে সঞ্চারী বলা হয়। অন্তরা ও আভোগের স্বরের মধ্যে সঞ্চারণ করে বলে গানের এই অংশের নাম সঞ্চারী দেওয়া হয়েছে।

আভোগ ঃ গানের চতুর্থ কলিকে আভোগ বলা হয়। আভোগ গানের শেষ কলি। আভোগের স্বরবিন্যাস অনেকটা অন্তরার মতো।

সংগীতজগতের কতিপয় সুরসাধকের ছবি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১–১৯৪১)

কলকাতার জোড়াসাঁকোতে সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারে জমিদার বংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও নাট্যকার শুধু ছিলেন না, একই সাথে ছিলেন দার্শনিক এবং সংগীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা এবং গায়ক। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত সংস্কৃতিমান ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে তিনি কিশোর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর গানের গলাও ছিল ভালো। পিতা ভালো শিক্ষক রেখে গান শেখার সুব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, পুত্রদের জন্য তিনি পুরস্কারের ব্যবস্থাও করতেন। রবীন্দ্রনাথ একবার একটি গান রচনা করে পিতার কাছে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের সংখ্যা ২২৩২টি। তাঁর গানের সংকলন 'গীতাঞ্জলি'। তিনি নিজে এর অনুবাদ করেছিলেন এবং এর জন্য ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।

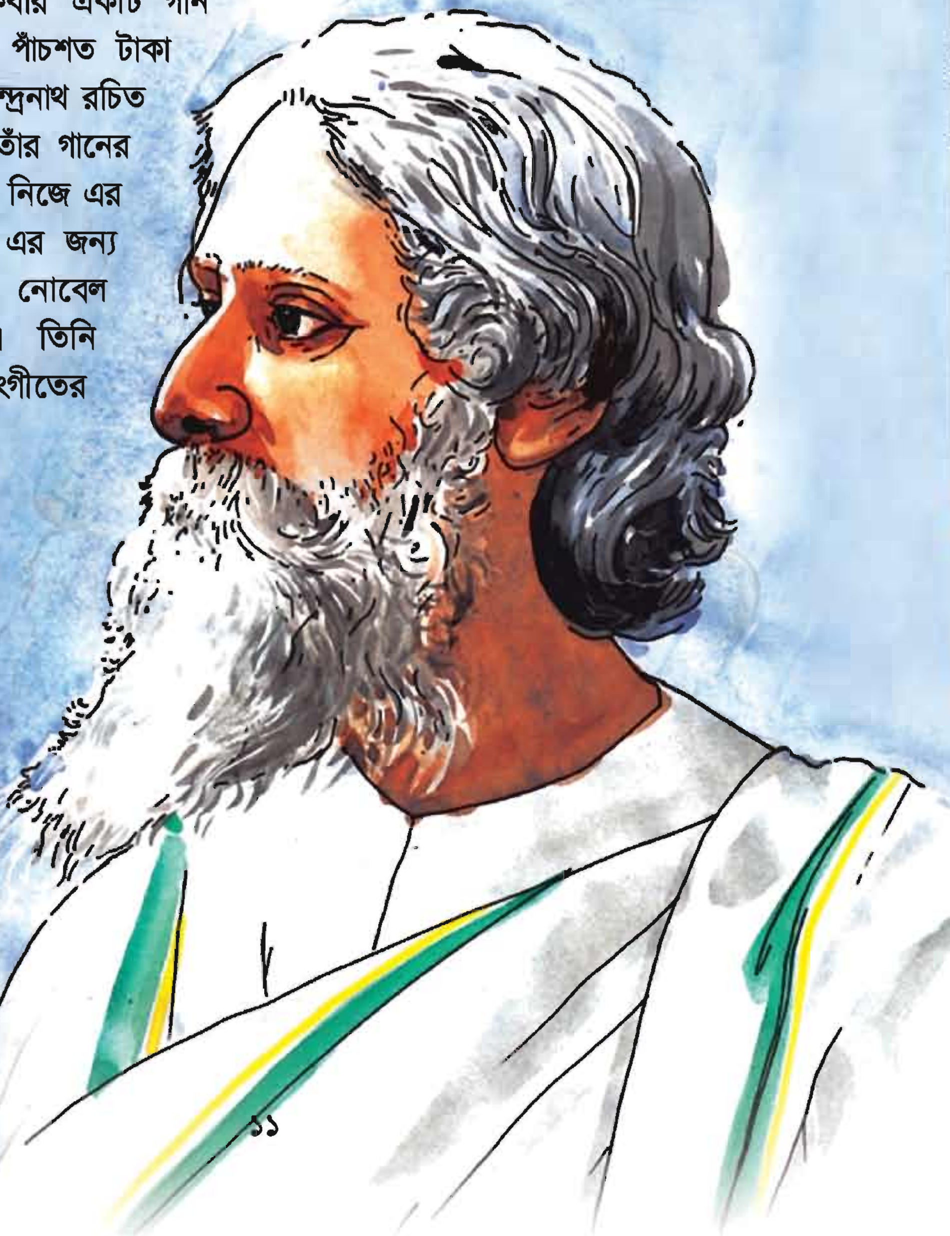

বিদ্রোহী কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)

বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি 'লেটো' গানের দলে প্রবেশ করেন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় সেনাবাহিনীতে হাবিলদার পদে যোগ দিয়ে যুদ্ধে চলে যান। ঐ সময় থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। ৪২ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে বাকরুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত সমানতালে কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। স্বরচিত গানের অনেকগুলো তিনি নিজে সুর করেছেন। কিছু গান স্বকণ্ঠে রেকর্ডও করেছেন। তাঁর গানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন হলো 'বুলবুল' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'নজরুল গীতিকা', 'গুলবাগিচা', 'গীতি শতদল', 'নজরুল সংগীত সম্ভার' ইত্যাদি। ১৯৭৫ সালে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব এবং ১৯৭৬ সালে তাঁকে 'একুশে পদক' দেওয়া হয়।

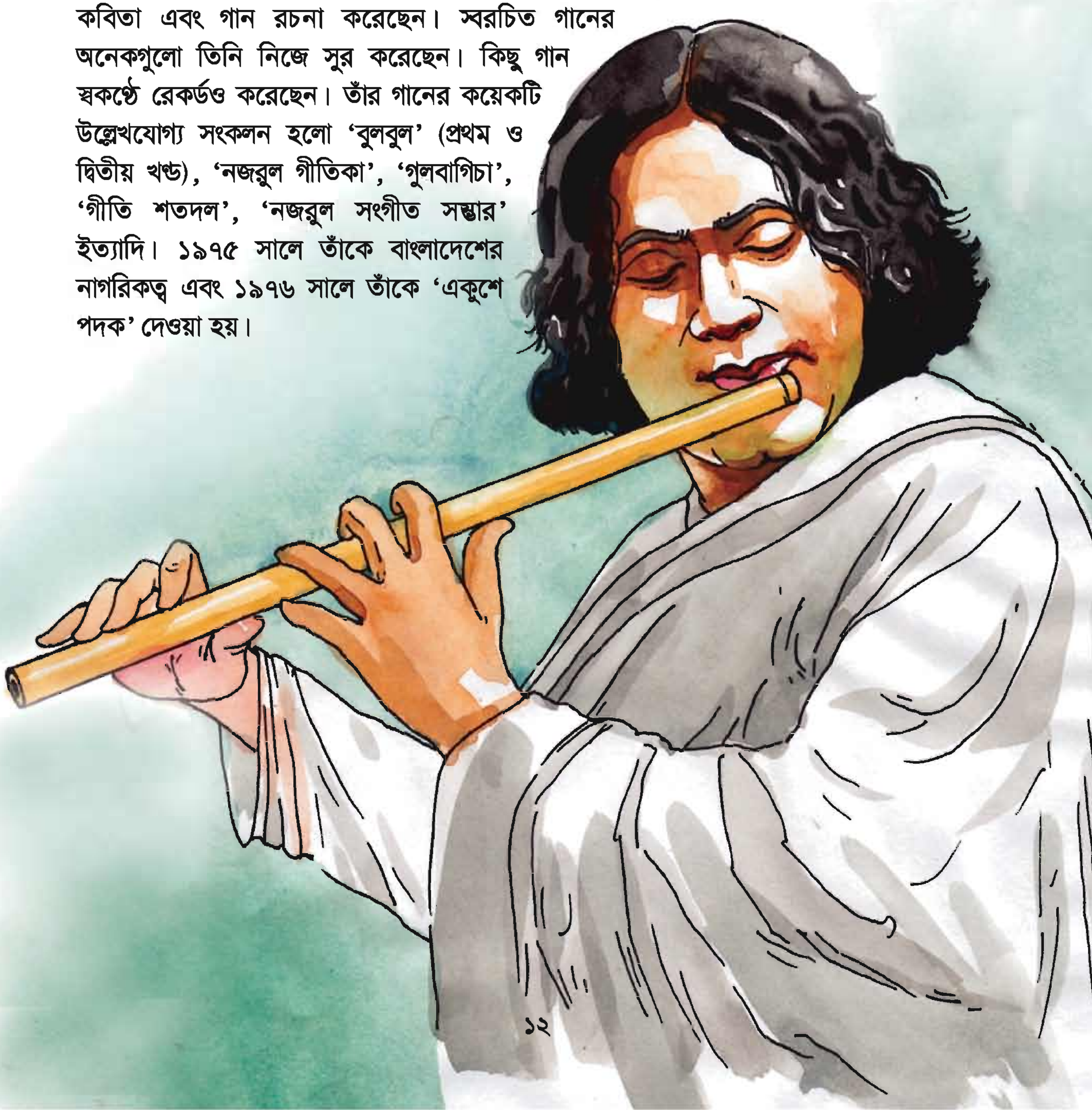

সংগীত বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ছবি

হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম একটা চৌকোনা বাক্সের মতো যন্ত্র। এর সামনের অংশ হচ্ছে কি-বোর্ড। এখানে অনেকগুলো চাবি বা রিড সাজানো থাকে। পেছনের অংশ বেলো করে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করানো হয়। বাঁ হাতে বেলো করে এবং ডান হাতের আঙুল দিয়ে চাবি চেপে হারমোনিয়াম বাজাতে হয়।

তবলা বাঁয়া

তবলা আর বাঁয়া দুইটি যন্ত্র একসাথে বাজানো হয়ে থাকে। সাধারণত ডান হাতে তবলা আর বাঁ হাতে বাঁয়া বাজানো হয়ে থাকে। তবলার আকার বাঁয়ার চেয়ে কিছুটা ছোট। এটি কাঠের তৈরি। বাঁয়া মাটি দিয়ে অথবা পিতল দিয়ে তৈরি হয়। দুইটিরই মুখে চামড়ার ছাউনি থাকে। ছাউনির মাঝখানে গাব লাগানো হয়।

বাঁশি

বাঁশের নল কেটে বাঁশি তৈরি করা হয়। মাথার দিকে গিঁট রেখে বাঁশ কাটা হয়, যাতে উপরের দিকটা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত খোলা থাকে। গিঁটের কাছে একটা গোল ছিদ্র করা হয়। এর একটু নিচে পরপর আরো ছয়টি ছিদ্র থাকে। এগুলোতে দুই হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দিয়ে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করে বাঁশি বাজাতে হয়।

প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিভিন্ন গানের বাণী ও স্বরলিপি

জাতীয় সংগীত

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাল : দাদ্‌রা

পূর্ব বাংলার নাম এক সময় পাল্টিয়ে রাখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এদেশের মানুষের অন্তর কেঁদে উঠেছিল প্রিয় বাংলাদেশের নাম নিয়ে এই টানা হেঁচড়ায়। তাই আন্দোলনের সময় আপন সত্তাকে স্মরণ করে মিছিলে মানুষের গলায় গান বেজে উঠল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো এই গান, সভা সমিতিতে এই গান গাওয়া তখন রেওয়াজ হয়ে উঠল। তারপর, স্বাধীনতা যুদ্ধে এই গান হলো বাংলাদেশের মানুষের প্রেরণার উৎস। তারই ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে সাব্যস্ত হলো এই গানখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই গানটিতে এদেশের মানুষের অন্তরের কথা স্থান পেয়েছে। আর এই গানের সুরে মিশে আছে বাংলাদেশের এক বাউল গানের সুর। 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে' গানটি গেয়ে চিঠি বিলি করত শিলাইদহ এলাকার ডাকঘরের গগন হরকরা। এ গানের সুরে মোহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ সুরের আদর্শে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' – দেশপ্রেমের এই গানটি বাঁধলেন। বাংলাদেশের প্রকৃতির বর্ণনা বাউল সুরের আকুল টানে দেশের জন্য ভালোবাসার আবেগে ভরে উঠেছে।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে জাতীয় সংগীত গাইতে হয়, এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে। এই গানটি গাইবার সময় হাত–পা নাড়ানো বা শরীর দুলানো চলবে না। মধ্যম লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

জাতীয় সংগীত গাইবার সময় 'বাঁশি' আর 'আঁচল' শব্দের চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ, ফাগুনের 'ফ' এবং 'দেখেছি', 'বিছায়েছ' বলতে 'ছ'–য়ের ঠিক উচ্চারণ করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায় হায়রে –
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কি দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে।

মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায় হায়রে –
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,
ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

মা পা II গা মা –গমগা | রা –সা –রসা I ^স^ণ্‌া –ধ্‌া –া | –া ধ্‌া ণ্‌া I
আ মার্‌ সো না ০০র্‌ | বা ০ ০ঙ লা ০ ০ | ০ আ মি

I সা সরা –গমা | –গমগা রসা রসা I ণ্‌া সা –া | –রা –া ^–রগ^রা I
তো মা০ ০০ | ০০য়্‌ ভা০ লো০ বা সি ০ | ০ ০ ০

I –সা –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –া I
০ ০ চি | র দি ন্‌ তো০ মা র্‌ | আ কা ০

I –া –া সা | সা সা –া I রমা মা –া | পা পা –মা I
০ শ্‌ চি | র দি ন্‌ তো০ মা র্‌ | আ কা শ্‌

I পা পা –ধণা | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | [প]ধা পা –া I
তো মা ০র্ | বা তা স আ মা ০র্ | প্রা ণে ০

I –া –া –া | –া [প]র্সা র্সর্রা I [র্]র্সা ণা –া | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ০ ও মা০ আ মা র্ | প্রা ণে ০

I মপা [ম]গা –া | মা গমা –পা II
বা০ জা য়্ | বাঁ শি০ ০

–া –া মা গা II {(মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
০ ০ ও মা ফা গু ০ | নে তো র্ আ মে ০র্ | ব নে ০০

I না র্সা নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
ঘ্রা ণে ০০ | ০ পা গল্ ক রে ০ | ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | র্সা –া –া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না –র্সা র্সা | র্সা র্সা –র্রা I
হা০ ০য়্ রে | ও মা ০০ ও মা | অ ০ ঘ্রা | ণে তো র্

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা –ণা ণা | ধা পা –া I
ভ০ রা ০ | ক্ষে তে ০ কী ০ দে | খে ছি ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্রা –া ণা | ধা পা –ধা I
০ ০ ০ | ০ আ মি০ কী০ ০ দে | খে ছি ০

I মপা [ম]গা –া | মা গমা –পা II
ম০ ধু র | হা সি০ ০

II –া –া সা | সা রসা –ণ্া I ণ্া –া সরা | সা ণ্ধ্া –া I
০ ০ কী | শো ভা০ ০ কী ০ ছা০ | য়া গো০ ০

I –া –া ধ্া | ধ্া ধ্া –ণ্া I সা –গা গা | গা গমা –পা I
০ ০ কী | স্নে হ ০ কী ০ মা | য়া গো০ ০

I –মপমা –গা গমা | গা রসা –রা I গা গা –া | মা পা –ধপা I
০০০ ০ কী০ | আঁ চ০ ল্ বি ছা ০ | য়ে ছ ০০

I মা গা –রসা | সা গা –া I গা মা –গা | রা সা –রসা I
ব টে ০র্ | মূ লে ০ ন দী র্ | কূ লে ০০

I ণ্া সা –া | –রা –সরগা –রা I –সা –া –া | –া মা গা I
কূ লে ০ | ০ ০০০ ০ ০ ০ ০ | ০ মা তোর্

I{ মা ধা –া | ধা ধা –না I র্সা র্সা –র্রর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সা I
মু খে র্ | বা ণী ০ আ মা ০র | কা নে ০০

I না র্সা –নধা | –া ধা না I না র্সা –া | –র্রা –র্সর্রর্গা –র্রা I
লা গে ০০ | ০ সু ধার্ ম তো ০ | ০ ০০০ ০

I –র্সা –া –া | –া (না না I না –া –া | –র্সা –া –া I
০ ০ ০ | ০ ম রি হা ০ ০ | ০ ০ য়্

I নর্সা –নর্রা র্সা | ণা ধা –পমা)} I না না | না না র্সা | র্সা র্সা –র্রা I

হা০ ০য়্ রে | মা তো ০র্ মা তোর্ | ব দ ন্ | খা নি ০

I ণর্সা ণা –া | ধা পা –মা I পা পা –ধণা | ণধা পা –া I

ম০ লি ন্ | হ লে ০ আ মি ০০ | ন০ য় ০

I –া –া –া | –া র্সা র্সর্রা I ণর্সা ণা –া | ধা পা –ধা I

০ ০ ০ | ন্ ও মা০ আ০ মি ০ | ন য় ন্

I মপা [ম]গা –া | মা গমা –পা II II

জ০ লে ০ | ভা সি০ ০

শহিদ দিবসের গান

কথা : আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
সুর : শহিদ আলতাফ মাহমুদ
তাল : দাদরা

বাঙালি মায়ের মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শহিদ বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক ঢাকার রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন। তাঁদের সেই আন্দোলন আর আত্মত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার সম্মান আদায় করে নিতে পেরেছিল। আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পিছনে আছে সেদিনের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শহিদদের দেশপ্রেম। আজো আমরা প্রতিবছর ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে স্মরণ করি সেই ভাইদের। স্মরণ করি আমাদের মায়ের শোকের অশ্রুধোয়া ঐ দিনটিকে। বাংলা ভাষা প্রেমিক ভাইদের রক্তে রঞ্জিত এই একুশে ফেব্রুয়ারি চিরস্মরণীয়। বছর বছর সেই দিন আমাদের কাছে নতুন হয়ে ফিরে আসে স্বজন হারানোর শোক বহন করে। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসার অমর স্মৃতি হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরীর একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র নিয়ে রচিত হয়েছে এই গানটি। আরও খানিকটা অংশও সুরে গাওয়া হয়। কিন্তু এখানে যে চরণ দেওয়া হয়েছে, সেটুকুই ফিরে ফিরে গাওয়া হয় একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরি আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। এ গানে সুর দিয়েছিলেন শহিদ আলতাফ মাহমুদ। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান।

আমাদের জাতীয় সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত এই গানটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জানা উচিত। গানটি শোকের কান্নার মতো একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে প্লাবিত করে। ধীর লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদ্‌রা তালে নিবদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি উচ্চারণে ইংরেজি ‘f’–এর উচ্চারণ বজায় রাখা হয়। ‘রাঙানো’ শব্দটিকে ‘রাংগানো’ বলা হয় না। গানের বাণীতে ‘ভ’, ‘ছ’, ‘ড়’ ধ্বনিগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

II {[স]গা   গা   −া | গা   গা   −া   I   গা   −মরা   রসা | সধ্া   ধ্পা   প্া   I
আ   মা   র | ভাই   য়ে   র   র   ০ক্   তে০ | রা০   ঙা০   নো

I   প্া   প্রা   রা | রা   −া   গরসা   I   রগা   গা   −া | −া   −া   −া   I
এ   কু০   শে | ফে   ব   ব্রু০০   য়া০   রি   ০ | ০   ০   ০

I   প্া   প্গা   গরা | রা   রা   রগা   I   রসা   −া   −া | সা   −া   −া }II
আ   মি০   কি০ | ভু   লি   তে০   পা০   ০   ০ | রি   ০   ০

II{রমা   মা   মা | মা   মা   মা   I   মপা   পধাঃ   −গঃ | গা   −া   গা   I
ছে০   লে   হা | রা   শ   ত   মা০   য়ে০   র্ | অ   শ্   রু

I   গা   গমা   রা | রা   −া   সন্া   I   ন্রা   রা   −া | −া   −া   −া   I
গ   ড়া০   এ | ফে   ব   ব্রু০   য়া০   রি   ০ | ০   ০   ০

I   প্া   প্গা   গরা | রা   রা   রগা   I   রসা   −া   −া | সা   −া   −া }II
আ   মি০   কি০ | ভু   লি   তে০   পা০   ০   ০ | রি   ০   ০

II	গপা	পা	–া	|	পধা	পা	–া	I	পধা	পা	–া	|	পধা	–গা	গা	I
	আ০	মা	র	|	সো০	না	র		দে০	শে	র্	|	র০	ক্	তে	
I	মধা	ধা	ধা	|	ধা	–া	নধপা	I	ধনা	না	–া	|	–া	–া	–া	I
	রা০	ঙা	নো	|	ফে	ব	রু০০		য়া০	রি	০	|	০	০	০	
I	না	না	না	|	না	নর্সা	ধা	I	নর্সা	র্সা	–া	|	–া	–া	–া	II II
	আ	মি	কি	|	ভু	লি০	তে		পা০	রি	০	|	০	০	০	

উদ্দীপনামূলক গান (রণ সংগীত)

কথা ও সুর : কাজী নজরুল ইসলাম
তাল : দাদরা

একাত্তর সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই গানখানিকে রণসংগীত হিসেবে গ্রহণ করেন। মার্চের সুরে সৈনিকদের পা ফেলবার তালে তালে গানখানি বাঁধা। সহজ তালের এই গানটি গাইতে হবে দৃপ্ত ঢঙে। তরুণদের জয়যাত্রার গান গাইবার জন্য উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আর ছন্দের ঝোঁকে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা থাকতে হবে। জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সকল বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে অগ্রসর হবার শপথে পূর্ণ এই গানটির পদক্ষেপ।

গানটি শেখানোর পর স্কুলের মাঠে ছাত্র–ছাত্রীদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে তালে তালে পা ফেলে গানটি গাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তালে তালে গানটি গেয়ে তারপর মার্চ করে মাঠ পরিক্রমা করে গাইলে গানটির ভিতরের বলিষ্ঠতা শিক্ষার্থীরা অনুভব করতে পারবে। তালটিও ভালোভাবে রপ্ত হবে। এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রার দাদরা তালে নিবদ্ধ।

এই গানটিতে 'আঘাত', 'প্রভাত', 'বাধার বিন্ধ্যাচল', 'ভাঙরে ভাঙ' অংশগুলোর 'ঘ', 'ভ' ও 'ধ' ধ্বনিগুলোকে যেন কিছুতেই 'দ', 'ব', 'দ' বলা না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। 'মহাশ্মশান' শব্দের 'শ্ম' উচ্চারণে একই সঙ্গে নাক আর মুখ দিয়ে বাতাস বের করে 'শ' বলতে হবে। 'আহ্বান' শব্দটি 'আওভান' উচ্চারণ করতে হবে। 'ভ'–এর উচ্চারণ এখানে ইংরেজি 'V'–এর মতো।

চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নুতন প্রাণ্
বাহুতে নবীন বল্

চল্‌রে নওজোয়ান, শোন্‌রে পাতিয়া কান্
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ্ আগল্
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ॥

II প্সা -া -া | প্সা -া -া I প্সা -া -া | -া -া -া I
চ০ ০ ল্ | চ০ ০ ল্ | চ০ ০ ল্ | ০ ০ ০

I সা -গা গা | সা গা গা I সা গা গা | মা -া গা I
উ ০ র্ধ | গ গ নে | বা জে মা | দ ০ ল

I ন্া রা রা | ন্া রা রা I ন্া রা রা | গা -সা -া I
নি ম্ নে | উ ত লা | ধ র নী | ত ০ ল

I সা গা গা | সা গা গা I গা গা মা | পা -া -া I
অ রু ণ | প্রা তে র্ | ত রু ণ | দ ০ ল

I ধা -পা মা | গা -রা গা I সা -া -া | -া -া -া II
চ ল্ রে | চ ল্ রে | চ ০ ০ | ০ ০ ল

II র্সা র্সা া | র্সা র্সা র্সা I না না ণা | না –ধা –া I
উ ষা র | দু য়া রে হা নি আ | ঘা ০ ত

I ধা ধা দা | ধা ধা দা I ধা ধা দা | ধা –নধা –া I
আ ম রা | আ নি ব রা ঙা প্র | ভা ০০ ত

I পা পা হ্মা | পা পা হ্মা I পা পা হ্মা | ধপা –হ্মপা –া I
আ ম রা | টু টা ব তি মি র | রা০ ০০ ত্

I মা গা –রা | গা –পা মা I গা –া –া | –া –া –া I
বা ধা র | বি ন্ ধ্যা চ ০ ০ | ০ ০ ল্

I মা মা মা | মা মা –া I মা মা মা | মা –া –া I
ন ব ন | বী নে র্ গা হি য়া | গা ০ ন

I গা গা –পা | মা গা গা I গা গা গা | গা –া –া I
স জী ব | ক রি্ ব ম হা শ্ম | শা ০ ন

I গা মা গা | রা রা রা I রা রা ঋা | গরা –া –া I
আ ম রা | দা নি ব ন তু ন | প্রা০ ০ ণ

–া
I প্া ধ্া ন্া | সা গা রা I সা –া –া | –া –া (–মা) I
বা হু তে | ন বী ন ব ০ ০ | ০ ০ ল্

I র্সা –র্গা র্রা | র্সা –া না I র্সা –া –া | –া –া না I
চ ল্ রে | নৌ ০ জো য়া ০ ০ | ০ ০ ন্

-া (grace note above the last note)
I না -া ণা | না না ণা I না -া -া | -া -া (-র্সা) I
শো ন্ রে | পা তি য়া কা ০ ০ | ০ ০ ন্

I র্সা -া র্সা | ধা ধা ধা I র্রা র্সা র্সা | ধা পা পা I
মৃ ০ ত্যু | তো র ণ্ দু য়া রে | দু য়া রে

I গা পা গা | -রা রা -া I সা -া -া | -া -া -মা I
জী ব নে | র্ আ ০ হবা ০ ০ | ০ ০ ন্

I মা -া মা | মা -া মা I মা -া -া | -া -া -া I
ভা ঙ্ রে | ভা ঙ্ আ গ ০ ০ | ০ ০ ল্

I (গা -া গা | রা -া পা I সা -া -া | -া -া -মা) I
চ ল্ রে | চ ল্ রে চ ০ ০ | ০ ০ ল্

I গা -া গা | রা -া রা I সা -া -া | -া -া -া II
চ ল্ রে | চ ল্ রে চ ০ ০ | ০ ০ ল্

ছড়াগান

কথা : কাজী নজরুল ইসলাম
সুর : কমল দাশগুপ্ত
তাল : কাহার্‌বা

কবি শিশুমনের আন্তরিক কথা এই গানটিতে ব্যক্ত করেছেন। শিশুরা যেমন অবাক বিস্ময়ে সবকিছুকে দেখে, কবিমনও তেমনি করে জগৎ–জীবনের সবকিছুকে গভীরভাবে অনুভব করে, পর্যবেক্ষণ করে। নানা রঙের প্রজাপতি দেখতে পাওয়া যায়। কারও পাখার রঙ টুকটুকে লাল বা নীল, কারো গায়ে সোনালি রুপালি পরাগ মাখা। প্রজাপতি পাখা মেলে উড়ে বেড়ায় বনে বনে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়। ফুল থেকে সে মধু আহরণ করে ও মধু খায়। শিশুমন প্রজাপতির সাথে উড়ে বেড়াতে চায়। চার দেয়ালের মাঝে বন্দী না থেকে প্রজাপাতির সাথী হয়ে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে আগ্রহী। প্রজাপতি যেমন রকমারি রঙের পাখা মেলে হাওয়ায় হাওয়ায় মনের আনন্দে নেচে বেড়ায়, তেমনি করে কবির শিশুমনও বর্ণালি রঙের ছবি আঁকা জামা গায়ে পরে তার সাথী হয়ে আনন্দ পাওয়ার প্রয়াসী। মধ্যম লয়ের এই ছড়াগানটি ৪ + ৪ = ৮ মাত্রার কাহার্‌বা তালে নিবদ্ধ।

প্রজাপতি ! প্রজাপতি !
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙীন পাখা,
টুকটুকে লাল–নীল ঝিলি–মিলি আঁকা–বাঁকা ॥

তুমি টুল টুলে বন–ফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হ'য়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালী–রূপালী পরাগ মাখা ॥

মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি ! তুমি নিয়ে যাও সাথী করে
তোমার সাথে প্রজাপ্রতি।

তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মত মোরে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না
দাও জামা ছবি–আঁকা ॥

II সা গা –া মা | পা –া –া –া I পা ধা –া না | ⁿপা –া –া –া I
প্র জা ০ প | তি ০ ০ ০ প্র জা ০ প | তি ০ ০ ০

I { সা রা –া রা | রা –া রা –গা I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্‌া I
কো থা য়্ পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০

I সা –া –া –া | –া –া –া –া } I সা গা –া সা | { গা –মা পা –া I
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ টুক্ টু ০ কে | লা ল্ নী ল্

I পা ণা ধা পা | মা –গা সা রা I গা –া –া –া | (সা গা –া –ন্‌া) } I
ঝি লি মি লি | আঁ ০ কা বাঁ কা ০ ০ ০ | টুক্ টু ০ কে

I সা রা –া রা | রা –া রা –গা I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্‌া I
কো থা য় পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০

I সা –া –া –া | –া –া –া –া II
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

গা মা II পা ধা গা মা | পা ধা গা মা I পা ধ্মা পা –া | –া –া পা –সা I
তু মি টু ল টু লে | ব ন ফু লে ম ধু খা ও | ০ ০ মো র্

I সা –রা রা রা | রা –া গা –মা I রা মা গা –া | –া সা –া রা I
ব ন্ ধু হ | য়ে ০ সে ই ম ধু দা ও | ০ ম ০ ধু

I গা –া –া –া | –া –া (গা মা)} I গপা –া I {পা –ধা না –র্সা | না –া –া –া I
দা ও ০ ০ | ০ ০ তু মি ও ই পা ০ খা ০ | দা ০ ০ ও

[–গা –রা –সা]
I না র্সা র্সনা –ধা | ধা না নধা –পা I পা ণা ধা পা | মা (–পা গা –মা)} I
সো না লী ০ | রূ পা লী ০ প রা গ মা | খা ০ ও ই

I সা রা –া রা | রা –া রা –গা I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্‌া I
কো থা য় পে | লে ০ ভা ই এ ম ন র | ঙী ন্‌ পা ০

I সা –া –া –া | –া –া –া –া II
খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা –গা II পা –মা পা হ্মা | পা –া পা গা I গা –মা পা হ্মা | পা –া –া –া I
মো র ম ন্‌ যে তে | চা য় না ০ পা ঠ্‌ শা লা | তে ০ ০ ০

I নর্সা নর্সা –না ধা | পা –া মা গা I মা পা পা –া | গা –মা পা হ্মা I
প্র জা০ ০ প | তি ০ তু মি নি য়ে যা ও | সা ০ থী ক

I পা –া –া –া | হ্মপা গা –া মা I গা –া –সা –রা | গা গা –মগা রা I
রে ০ ০ ০ | তো০ মা র্‌ সা থে ০ ০ ০ | প্র জা ০০ প

I সা –া –া –া | –া –া পা পা I {ধা –র্রা র্সা –া | না র্সা ধা না I
তি ০ ০ ০ | ০ ০ তু মি হা ও য়া য় | নে চে নে চে

I না –া –পা –া –া –া পা –া I ধণা ণা –ণা ধা | ণা –া র্সা র্রা I
যা ০ ০ ও ০ ০ আ র্‌ তো০ মা র্‌ ম | ত ০ মো রে

I র্সাঃ ণঃ –া ধা | পা –া (পা পা)} I সা –া I{সা –রা রা –া | গা মা পা মা I

আ ন ন্ দ | দা ও তু মি এ ই জা ০ মা ০ | ভা ল লা গে

I গরা –গা –া –া | –া –া মা –গা I মা –পা পা –া | –া –া –া –া I

না০ ০ ০ ০ | ০ ০ দা ও জা ০ মা ০ | ০ ০ ০ ০

[রা সা]

০ ০

I পা –ণা ধা পা | মা –গা (রা সা)} I সা রা –া রা | রা –া রা –গা I

ছ ০ বি আঁ | কা ০ এ ই কো থা য় | পে লে০ ভা ই

I মা ধা পা মা | গা –রা সা –ন্া I সা –া –া –া | –া –া –া –া II II

এ ম ন র | ঙী ন্ পা ০ খা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

ছড়াগান

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তাল : দাদরা

'আমরা সবাই রাজা' ছড়াগানটি মূলত বাল্যকাল থেকে শিশুমনে গণতন্ত্র-চেতনা বা সম-অধিকারবোধ জাগ্রত করার মানসে প্রণীত। গানটির মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, একে অপরের প্রতি সহমর্মিতাবোধ, স্রষ্টার প্রতি অনুগত্য প্রকাশ, অন্যকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজে সম্মান ফিরে পাওয়ার চেতনা, স্বাধীনভাবে কিন্তু নিয়ম মেনে কাজ করার মানসিকতাসহ কোনো দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না থাকার কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি গানটিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিফলতাকে গ্রহণ না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। মধ্যম লয়ের এই গানটি ৩ + ৩ = ৬ মাত্রা দাদরা তালে নিবদ্ধ।

গানটিতে 'আমরা' উচ্চারণ কখনো 'আমোরা' হবে না। 'রাজত্বে', 'দাসত্বে', 'অসত্যে', 'আবর্তে' শব্দগুলোর মাঝের অক্ষরের উচ্চারণ ও–কার সহযোগে হবে। যেমন, 'রাজোত্বে', 'দাসোত্বে', 'অসোত্যে' এবং 'আবোর্তে'। 'তাঁর' এবং 'তাঁরি' শব্দগুলো বলতে চন্দ্রবিন্দু স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥

আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে –
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥

রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,

মোদের খাটো ক'রে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে –
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।

আমরা চলব আপন মতে,
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে –
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ॥

সা –া সা II র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা পা –া I
আ ম্ রা স বা ই রা জা ০ আ মা ০ দের্ এ ই

I ধা ধা –া | পা গা –া I পা –া –া | –া –া –া I
রা জা র্ রা জা ০ ত্বে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা –া ধা | পা পা –া I গা গা –া | রা সা –রা I
ন ই লে মো দে র রা জা র্ স নে ০

I গা –া মা | গা রা –া I সা –া –া | সা –া রা I
মি ল ব কী স্ব ০ ত্বে ০ ০ আ ম্ রা

‖
I গা গা –া | রা সা –া I –া –া –া | সা –া রা II
স বা ই রা জা ০ ০ ০ ০ "আ ম্ রা"

II –া –া –া |{ পা –া পা I পা –া গা | পা পা –ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা যা ০ খু শি তা ই

I র্ধসা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সা –র্গা র্গা | র্রা র্রা –া I
ক০ রি ০ ত বু ০ তাঁ র্ খু শি তে ই

I র্সা র্সা –া } | র্সা –া সা I সর্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
চ রি ০ আ ম্ রা নই ০ বাঁ ধা ন ই

I র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা গা –া I
দা সে র্ রা জা র্ ত্রা সে র দা স ০

I পা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I
ত্বে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I
রা জা র স নে ০ মি ল ব কি স্ব ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I –া –া –া | সা –া সা II
০ ০ ০ “আ ম্ রা”

II –া –া –া | সা সা –া I সা সা –ধ্া | সা সা –রা I
০ ০ ০ রা জা ০ স বা ০ রে দে ন্

I রা –গা –া | গা গা –রা I গা –া ধা | পা হ্মা –া I
মা ০ ন্ সে মা ন্ আ প্ নি ফি রে ০

I গা –া –া | গা গা –া I গপা পা –া | ক্ষা পা –া I
পা ০ ন্ মো দে র্ খা০ টো ০ ক রে ০

I ক্ষা পা –া | ক্ষা পা –া I না না –া | ধা পা –ক্ষা I
রা খে ০ নি কে উ কো নো ০ অ স ত্

I গা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কি স্ব ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

II –া –া –া |{ পা –া পা I পা –া গা | পা পা –ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা চ ল্ ব আ প ন্

I ধর্সা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সর্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
ম০ তে ০ শে ষে ০ মি ল্ ব তাঁ রি ০

I র্সা র্সা –া } | র্সা র্সা –া I র্সর্গা –া র্গা | র্রা র্রা –া I
প থে ০ মো রা ০ ম র্ ব না কে উ

I র্সা র্সা –া | না না –া I ধা ধা –া | পা গা –া I
বি ফ ০ ল তা র্ বি ষ ম্ আ ব র্

I পা –া –া | –া –া –া I ধা –া ধা | পা পা –া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা –া | রা সা –রা I গা –া মা | গা রা –া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কি স্ব ০

I সা –া –া | সা –া রা I গা গা –া | রা সা –া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I –া –া –া | সা –া সা II II
০ ০ ০ "আ ম্ রা"

প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

দ্বিতীয় শ্রেণি

শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন

দ্বিতীয় শ্রেণি

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
১. ছড়াগান গাইতে পারা।	১.১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা' গ্যানটি শুনবে, আবৃত্তি করবে এবং শিখবে। ১.২ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়াগানটি শুনবে, আবৃত্তি করবে এবং শিখবে। ১.৩ সুর, ছন্দ ও তালের সঙ্গে ছড়া গান দুইটি গাইতে পারবে।	১.১.১ ছড়াগান দুইটির সাথে পরিচিত হবে। ১.২.১ তালে তালে ছড়াগান দু'টি আবৃত্তি করতে পারবে। ১.৩.১ সুরে এবং তালে ছড়াগান দুইটি গাইতে পারবে।	**১ম পাঠ :** শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা' গানটির প্রথম ৪ লাইন কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের আবৃত্তি করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের প্রথম ৪ লাইন আবৃত্তি করবে। **২য় পাঠ :** শিক্ষক আগের দিনের বলা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা" গানটির প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার নিজে কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে কবিতার আকারে গানের প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা গানের প্রথম ৪ লাইন ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে তাদেরকে ক্লাসের বাকি শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং কবিতার আকারে ওই ৪ লাইন একত্রে আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে বাকি শিক্ষার্থীরা বারবার ওই ৪ লাইন আবৃত্তি করবে।	

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩য় পাঠ : **মূল্যায়ন –** **৪র্থ পাঠ :** শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা" গানটির প্রথম ৪ লাইনের সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে শিক্ষক	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে কবিতার আকারে আবৃত্তি করানো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা" গানটির প্রথম ৪ লাইন আলাদা আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। যারা ওই ৪ লাইন ঠিকমতো আবৃত্তি করতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং নিজের সাথে আরও কয়েকবার আবৃত্তি করাবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			তার সাথে সাথে গানটি কয়েকবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইবেন। **৫ম পাঠ :** শিক্ষক পূর্বের দিনের গানটির প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার সুরে গাইবেন এবং শিক্ষার্থীদের তার সাথে সাথে গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা গানের সুরটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সেরকম বেশ কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সুরে ওই অংশ গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও সুরে গানের প্রথম ৪ লাইন বেশ কয়েকবার গাইবে। **৬ষ্ঠ পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে ‘আমরা সবাই রাজা” গানটির প্রথম ৪ লাইন গাইতে বলবেন। যারা

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৭ম পাঠ : শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমরা সবাই রাজা' গানের অন্তরা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের অন্তরাটি আবৃত্তি করবে। **৮ম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত 'আমরা সবাই রাজা" গানটির অন্তরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে গানের অন্তরাটি গাইবেন।	যারা গানটির অন্তরা ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে গানের প্রথম ৪ লাইন গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৯ম পাঠ : **মূল্যায়ন –** **১০ম পাঠ :** শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আমরা সবাই রাজা’ গানের সঞ্চারী ও গানের দ্বিতীয় অন্তরা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি আবৃত্তি করবে।	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে ‘আমরা সবাই রাজা” গানটির অন্তরা গাইতে বলবেন। যারা গানটির অন্তরাটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে গানের অন্তরাটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১১তম পাঠ : পাঠের শুরুতে শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত 'আমরা সবাই রাজা" গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরার সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি গাইবেন। **১২তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি গাইতে বলবেন। যারা গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৩তম পাঠ : শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ছড়াগান 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানটির স্থায়ী অংশ কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের আবৃত্তির সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের স্থায়ী অংশ আবৃত্তি করবে। **১৪তম পাঠ :** শিক্ষক আগের দিনের বলা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ছড়া গান 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানটির স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার নিজে কবিতার আকারে আবৃত্তি করবেন। পরে শিক্ষক	অংশ দুইটি গাওয়াবেন। ছড়াগানের প্রথম অন্তরা এবং দ্বিতীয় অন্তরার সুর একই হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অন্তরার সুর সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			শিক্ষার্থীদেরকে সাথে নিয়ে কবিতার আকারে ছড়াগানের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এ সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা ছড়াগানের স্থায়ী অংশ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সে রকম কয়েকজনকে বাছাই করে তাদেরকে ক্লাসের বাকি শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং কবিতার আকারে ছড়াগানের স্থায়ী অংশ একত্রে আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে বাকি শিক্ষার্থীরা বারবার স্থায়ী অংশটি আবৃত্তি করবে। **১৫তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ছড়া গান 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানটির স্থায়ী অংশ আলাদা আলাদাভাবে আবৃত্তি করতে বলবেন। যারা ছড়াগানের স্থায়ী অংশটি ঠিকমতো

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৬তম পাঠ : শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ছড়াগান ‘প্রজাপতি প্রজাপতি’ গানটির স্থায়ী অংশের সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন। পরে শিক্ষক তার সাথে সাথে গানের স্থায়ী অংশটি কয়েকবার শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন। **১৭তম পাঠ :** শিক্ষক ‘প্রজাপতি প্রজাপতি’ ছড়া গানের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার সুরে গাইবেন এবং শিক্ষার্থীদের তার সাথে সাথে গাইতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা গানের স্থায়ী অংশের সুরটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে রকম বেশ কয়েকজনকে বাছাই করবেন	আবৃত্তি করতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং নিজের সাথে আরও কয়েকবার স্থায়ী অংশটি আবৃত্তি করাবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন এবং সুরে স্থায়ী অংশটি গাইতে বলবেন। তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে গানের স্থায়ী অংশ বেশ কয়েকবার গাইবে। **১৮তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়াগানটির স্থায়ী অংশ গাইতে বলবেন। যারা ছড়া গানটির অন্তরা ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে ছড়াগানের স্থায়ী অংশটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			১৯তম পাঠ : শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়া গানের অন্তরা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের আবৃত্তির সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের অন্তরা অংশ আবৃত্তি করবে। **২০তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়া গানটির অন্তরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক ছড়া গানের অন্তরার সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে ছড়া গানের অন্তরার সুরটি গাইবেন। **২১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়া গানটির অন্তরা

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			২২তম পাঠ : শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'প্রজাপতি প্রজাপতি' ছড়াগানটির সঞ্চারী ও গানের দ্বিতীয় অন্তরা কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি আবৃত্তি করবে। **২৩তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্দিষ্টকৃত ছড়াগান 'প্রজাপতি প্রজাপতি' গানটির সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি	গাইতে বলবেন। যারা ছড়া গানটির অন্তরা ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে ছড়াগানের অন্তরাটি গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			করবেন এরপর শিক্ষক গানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরার সুর বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার সুরে সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি গাইবেন। **২৪তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে ছড়াগানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি গাইতে বলবেন। যারা ছড়াগানের সঞ্চারী ও দ্বিতীয় অন্তরাটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক নিজের সাথে তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে অংশ দুইটি গাওয়াবেন। ছড়াগানের প্রথম অন্তরা এবং দ্বিতীয় অন্তরার

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
২. জাতীয় সংগীত গাইতে পারা এবং গাইবার সময় সম্মান প্রদর্শন করতে পারা।	২.১ জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা অর্থাৎ 'আমি কী দেখেছি মধুর হাসি' পর্যন্ত শুনবে। ২.২ জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা গাইতে পারবে। ২.৩ জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।	২.১.১ জাতীয় সংগীত প্রথম অন্তরা পর্যন্ত পরিচিত হবে। ২.১.২ জাতীয় সংগীতটি আবৃত্তি করতে পারবে। ২.২.১ জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা পর্যন্ত সুরে ও তালে গাইতে পারবে। ২.৩.১ জাতীয় সংগীত পরিবেশনকালে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা দেখাতে পারবে।	**২৫তম পাঠ :** শিক্ষক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা অর্থাৎ 'আমি কী দেখেছি মধুর হাসি' পর্যন্ত কবিতার আকারে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি করে শোনাবেন। শিক্ষকের আবৃত্তির সাথে সাথে শিক্ষার্থীরাও কবিতার আকারে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা আবৃত্তি করবে। পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে প্রথম অন্তরাটি গাইবেন। এ সময় শিক্ষক জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং দেখিয়ে দেবেন। **২৬তম পাঠ :** পাঠের শুরুতে শিক্ষক পুনরায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে কয়েকবার আবৃত্তি করবেন। এরপর শিক্ষক জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরা শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে গাইবেন । এ সময়	সুর একই হওয়ায় শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় অন্তরার সুর সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কীভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয় তা আবারও শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে দেবেন। **২৭তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরাটি আলাদা আলাদা ভাবে গাইতে বলবেন। যারা জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরাটি ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদেরকে বেশ কয়েকবার জাতীয় সংগীতের প্রথম অন্তরাটি গাওয়াবেন। এ সময় তিনি জাতীয় সংগীত পরিবেশন কালে কীভাবে

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' শহিদ দিবসের গান গাইতে পারা।	৩.১ শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন শুনবে। ৩.২ শহিদ দিবসের গানটির প্রথম চার লাইন গাইতে পারবে।	৩.১.১ শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইনের সাথে পরিচিত হবে। ৩.১.২ শহিদ দিবসের গানটি আবৃত্তি করতে পারবে। ৩.২.১ শহিদ দিবসের গানটির প্রথম চার লাইন গাইতে পারবে।	**২৮তম পাঠ :** শিক্ষক প্রথম শ্রেণিতে শেখা শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইনের সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সেরকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে পাঠের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে শহিদ দিবসের গানের প্রথম ৪ লাইন আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে ওই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্য শিক্ষার্থীরাও সুরে শহিদ দিবসের গানের ওই অংশটি গাইবে। **২৯তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, তাও শিক্ষার্থীদের দেখাতে বলবেন। আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা শহিদ দিবসের গানের প্রথম

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
৭. উদ্দীপনামূলক গান গাইতে পারা।	৭.১ উদ্দীপনামূলক গান ‘চল্ চল্ চল্’ গানটির প্রথম চার লাইন শুনবে, আবৃত্তি করতে পারবে এবং গাইতে পারবে।	৭.১.১ ‘চল্ চল্ চল্’ উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইনের সাথে পরিচিত হবে। ৭.১.২ ‘চল্ চল্ চল্’ উদ্দীপনামূলক গান প্রথম চার লাইন তালে তালে শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারবে।	**৩০ তম পাঠ :** শিক্ষক প্রথম শ্রেণিতে শেখা উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন বেশ কয়েকবার শিক্ষার্থীদের নিয়ে গাইবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইনের সুর ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে, সেরকম কয়েকজনকে বাছাই করবেন এবং তাদেরকে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি দাঁড় করাবেন। ভালোভাবে উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম ৪ লাইন আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীরা সুরে ওই অংশটি গাইবে এবং তাদের সাথে সাথে অন্যান্য শিক্ষার্থীও সুরে উদ্দীপনমূলক গানের ওই অংশটি গাইবে।	চার লাইন ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে শহিদ দিবসের গানের প্রথম চার লাইন গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন–শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
		৭.১.৩ উদ্দীপনামূলক গানটির প্রথম চার লাইন সুরে ও তালে গাইতে পারা।	**৩১তম পাঠ :** **মূল্যায়ন –**	শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন আলাদা আলাদাভাবে গাইতে বলবেন। যারা উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন ঠিকমতো সুরে গাইতে পারছে না, তাদেরকে চিহ্নিত করবেন এবং শিক্ষক তাদেরকে বেশ কয়েকবার সুরে উদ্দীপনামূলক গানের প্রথম চার লাইন গাওয়াবেন।

বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা	অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	মূল্যায়ন
			৩২ তম পাঠ : শিক্ষক এই পাঠে শিক্ষার্থীদেরকে প্রথম শ্রেণিতে প্রদর্শিত ও শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং অতিপরিচিত তিনটি বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ হারমোনিয়াম, তবলার ও বাঁশির ছবি দেখাবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন এবং বাদ্যযন্ত্র তিনটির ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেবেন।	

সমাপ্ত